73

আজকের কাগজ

তারিখ … 30-DEC 1995 …
পৃষ্ঠা … ৬ কলাম … ৫ …

৩ মাসেও শিবগঞ্জ কলেজ কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির তদন্তের অগ্রগতি হয়নি

বগুড়ার শিবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষের বহুমুখী অনিয়ম তদন্তে গঠিত ১৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গত ৩ মাসেও তার রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপরদিকে শিবগঞ্জ কলেজের ৩ জন প্রভাষকের নিয়োগ সম্পূর্ণ অবৈধ হওয়ায় নিরীক্ষা অধিদফতরের পরিদর্শক উক্ত নিয়োগ বৈধ করার জন্যে শিক্ষা অধিদফতরের কাছে সুপারিশ করেন। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শিবগঞ্জ কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করলেও অদ্যাবধি তা উপেক্ষিত রয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, শিবগঞ্জ এমএইচ ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা নূর আফরোজ বেগম জ্যোতির অব্যাহত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারে শিক্ষকসহ এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে অধ্যক্ষা জ্যোতি কর্তৃক চলতি বছরের ২৩৭ জন ডিগ্রি পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের টাকা আত্মসাৎসহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ এনে গত ১৩ সেপ্টেম্বর কলেজের ৩৬ জন শিক্ষক স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি থানা নির্বাহী কর্মকর্তা রায়হানুল হককে দেয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরো জানায়, কলেজের কর্তৃপক্ষের লাগামহীন দুর্নীতিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি এই কলেজ ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল হয়ে যায়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে শিবগঞ্জ কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তা রায়হানুল হক গত ২০ সেপ্টেম্বর পরিচালনা পরিষদের সভা ডাকেন। সভায় জিবি'র সদস্য ছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলের সিদ্ধান্তক্রমে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্যে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। খাতাপত্র পরীক্ষা করে অবিলম্বে এ কমিটির রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিলো। কিন্তু থানা নির্বাহী কর্মকর্তার আগ্রহ না থাকায় তদন্তে ভাটা পড়ে যায়। ফলে গত ৩ মাসেও তদন্ত কমিটি তাদের তৎপরতা শুরু করেনি। শিবগঞ্জ থেকে আনোয়ার।